বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

স্মারক নং ১৪.৩২.০০০০.০০৬.৩৬.০৫১.১৫.১৮৯

তারিখঃ ০৩/০৬/২০১৯

অবৈধভাবে কল আদান/প্রদান, সিম/রিম নিবন্ধন এবং বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন সম্পর্কিত নির্দেশনাবলীঃ

টেলিফোন/মোবাইল ফোনে হুমকি, চাঁদাদাবী, ভয়ভীতি প্রদর্শন, উত্যক্তকরণ ইতাদি প্রতিরোধকল্পে এবং সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সে বর্ণিত শর্ত পালনের মাধ্যমে সিম/রিম এর নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত এবং জনস্বার্থে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী অত্র নির্দেশনাবলী জারী করা হলোঃ

০২। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কমিশন) কর্তৃক দেশের প্রত্যেক মোবাইল/টেলিফোন সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল গ্রাহকের জন্য সিম/রিম বায়োমেট্রিক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক মোবাইল অপারেটর/সংশ্লিষ্ট টেলিফোন অপারেটর-কে তার গ্রাহকের সিম/রিম বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন সম্পন্ন করার ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে সিম/রিম নিবন্ধন নিশ্চিত করার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের উপর বর্তাবে।

০৩। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কমিশন) এর স্মারক নং ১৪.৩২.০০০০.০০৬.৩৬.০৫০.১৫.৫০১; তারিখঃ ১১/১১/২০১৫ মূলে জারীকৃত বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন সিস্টেম সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিক্ষেত্রে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে কোন সিম/রিম রেজিস্ট্রেশনসহ/রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এ্যাক্টিভেশন/রি-এ্যাক্টিভেশন/ডি-এ্যাক্টিভেশন/প্রতিস্থাপন/মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে না। কোন অবস্থাতেই অসত্য বা মিথ্যা বা ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ তথ্য দিয়ে সিম/রিম নিবন্ধন করা যাবে না অথবা ভূয়াভাবে বায়োমেট্রিক নিবন্ধন করা যাবে না এবং/অথবা যথাযথ বায়োমেট্রিক নিবন্ধন ব্যতীত কোন সিম/রিম বিক্রয় করা যাবে না। তবে কারিগরি ত্রুটির কারণে ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা না গেলে গ্রাহককে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ সাপেক্ষে নিষ্ক্রিয় সিম/রিম প্রদান করা যেতে পারে এবং উক্ত সিম/রিম পরবর্তীতে যথাযথভাবে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হওয়ার পর এ্যাক্টিভেশন/রি-এ্যাক্টিভেশন/ডি-এ্যাক্টিভেশন/প্রতিস্থাপন/মালিকানা পরিবর্তন করা যেতে পারে।

০৪। বায়োমেট্রিক ডিভাইসের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম এবং অপারেটরস বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন প্ল্যাটফর্ম ব্যতীত অন্য কোন ডিভাইসে/প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ করা যাবে না। এছাড়া সিম/রিম বিক্রেতা কর্তৃক ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক ডিভাইসে গ্রাহকের কোন ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে না। উক্ত নির্দেশনা লংঘনের প্রতি ক্ষেত্রে অথবা বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন এর সময় উক্ত প্রক্রিয়ার কোন স্তরে আঙ্গুলের ছাপ/বায়োমেট্রিক তথ্য সংরক্ষণ করা হলে অথবা বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্যের অপব্যবহার করলে তার সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অপারেটর এর উপর বর্তাবে এবং এর জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৬৩, ৬৪ এবং/অথবা ৬৫ এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হবে।

০৫। কোন অবস্থাতেই প্রি-এ্যাক্টিভেটেড সিম/রিম ব্যবহার/বিতরণ/পরিবেশন/ইজারা দান/ক্রয়/বিক্রয়/বিক্রয়ের প্রস্তাব/প্রদর্শন করা যাবে না। অত্র নির্দেশনা জারীর পর থেকে বাজারে/ডিস্ট্রিবিউশন হাউজে/রিটেইলার দোকানে/ অন্য যে কোন স্থানে কোন প্রকার প্রি-এ্যাক্টিভেটেড বা ভূয়াভাবে নিবন্ধিত সংযোগ বা SAF বিহীন নিবন্ধিত সংযোগ বা একই IMSI নম্বরে একাধিক MSISDN সিম/রিম সংরক্ষণ করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, প্রি-এ্যাক্টিভেটেড সংযোগ বলতে গ্রাহক (End User) এর নিকট বিক্রয়ের পূর্বে যে কোনভাবে নিবন্ধিত সংযোগ এবং/অথবা চালুকৃত সিম/রিম এবং/অথবা অনিবন্ধিত চালুকৃত সিম/রিম বুঝাবে।

০৬। অত্র নির্দেশনাবলী জারীর পর থেকে বাজারে/ডিস্ট্রিবিউশন হাউজে/রিটেইলার দোকানে/অন্য যে কোন স্থানে নিবন্ধিত কিন্তু বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে যাচাইকৃত নয় অথবা নিবন্ধিত কিন্তু মিথ্যা/ভুল/অসত্য তথ্য দিয়ে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে যাচাইকৃত

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রতিটি সিম/রিম এর জন্য এবং অত্র নির্দেশনাবলীর ক্রমিক নং ২, ৩ ও ৫ লংঘনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সিম/রিম এর জন্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর/অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপারেটর-কে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হবে।

০৭। ভিওআইপি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবৈধভাবে কল আদান/প্রদান রোধকল্পে পরিচালিত অভিযানে জব্দকৃত/অবৈধ কল আদান/প্রদান-এ ব্যবহৃত প্রতিটি সিম/রিম এর জন্য সংশ্লিষ্ট অপারেট কে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হবে। উপরন্তু ভিওআইপি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবৈধভাবে কল আদান/প্রদান এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতিটি সিম/রিম এর নিবন্ধনের তারিখ হতে অদ্য কাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর কর্তৃক উক্ত সিম/রিম হতে আহরিত সকল প্রকার রাজস্ব [বিলিং কল ডিটেইলড রেকর্ড (সিডিআর) অনুযায়ী] কমিশন এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

০৮। কমিশন কর্তৃক আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপারেটরের লাইসেন্স বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৯। ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা এই নির্দেশনাবলীর বিধানসাপেক্ষে বহাল থাকবে এবং এই নির্দেশনাবলীর সাথে ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কোন নির্দেশনার অসংগতি থাকলে অত্র নির্দেশনাবলী চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, এই নির্দেশনা জারীর তারিখ হতে স্মারক নং- ১৪.৩২.০০০০.০০৬.৩৬.০৫১.১৫.১২৭; তারিখঃ ০১/০৪/২০১৯ অনুযায়ী জারীকৃত নির্দেশনাবলী বাতিল করা হলো। তবে উক্ত বাতিলকৃত নির্দেশনাবলীর অধীনে কোন কার্যক্রম সূচীত হয়ে থাকলে তা উক্ত নির্দেশনাবলীর আলোকে নিষ্পত্তি করা হবে।

১০। জনস্বার্থে এই নির্দেশনাবলী সকল মোবাইল অপারেটরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, পিএসসি)
পরিচালক
সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্রতিঃ (কার্যার্থে)

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রবি আজিয়াটা লিমিটেড।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গ্রামীণফোন লিমিটেড।

অনুলিপিঃ (ইহা মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)

১। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব।
২। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৩। জন নিরাপত্তা বিভাগের সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৪। পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকম মনিটরিং সেন্টার।
৫। চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/কমিশনার মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা।
৬। মহাপরিচালক (সকল), বিটিআরসি।
৭। পরিচালক (সকল), বিটিআরসি।
৮। মহাসচিব, এমটব।

ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৯৬১১১১১, ফ্যাক্স ঃ +৮৮ ০২ ৯৫৫৬৬৭৭, ৯৫৬৭৭৫৫, ই-মেইল ঃ info@btrc.gov.bd, ওয়েব ঃ www.btrc.gov.bd